দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 31 DEC 2006
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গত বছর ঢাকা ভার্সিটিতে ঘটেছে শতাধিক বোমার বিস্ফোরণ

গুলীতে অধ্যাপক আফতাবের মৃত্যুর ঘটনায় স্তব্ধ বিবেক

শাহজাহান শুভ

২০০৬ সালটি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যর্থতা, হতাশা আর বন্ধ্যাত্বের বছর। শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি তো দূরের কথা, বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বাভাবিক গতিতে চালাতেই পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে কর্তৃপক্ষ। প্রফেসর আফতাব আহমাদ হত্যাকাণ্ড, শিক্ষকদের অব্যাহত প্রাণনাশের হুমকি, নজিরবিহীন বোমার বিস্ফোরণ, প্রায় ৫ শতাধিক পরীক্ষা স্থগিতকরণ, পূর্ণ প্রস্তুতির পর ৪৩তম সমাবর্তন স্থগিতকরণ, বিরোধী ছাত্র সংগঠনের ওপর হামলা, ছাত্র ধর্মঘটসহ অনির্ধারিত বন্ধের কারণে অবিশ্বাস্যভাবে সেশনজোট বৃদ্ধি, ভর্তি পরীক্ষা স্থগিতকরণসহ নানাকারণে ২০০৬ সাল ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকটি আত্মঘাতি বছর। ফলে দেশের শ্রেষ্ঠ এ বিদ্যাপীঠ, দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকবে কিনা এ ধরনের সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

২০০৬ সাল ছিল নির্বাচনের বছর। ঐতিহ্য অনুযায়ী দেশের রাজনৈতিক উত্তাপ সব সময়ই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে স্পর্শ করবে এটাই সত্যি। কিন্তু বিএনপি-জামায়াত জোটের শেষ বর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক থাকবে এ প্রত্যাশা ছিল সবার। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পরও প্রায় ২০ দিন বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকাই এটা প্রমাণ করে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের অদূরদর্শিতার কারণে প্রায় শান্ত পরিবেশ শেষ দিকে এসে অশান্ত হয়ে উঠেছে।

২০০৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে দেউলিয়াত্ব পরিলক্ষিত হয়েছে নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে। সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকার মত নিরাপদ জোনে দেশের অন্যতম রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর আফতাব আহমাদের গুলীবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণের ঘটনা সকল মহলকে স্তব্ধ করেছে। আজও সে হত্যাকাণ্ডের কোন ক্লু উদঘাটিত হয়নি। এছাড়া শিক্ষকদের প্রাণনাশের হুমকি অব্যাহত ছিল গোটা বছর ধরে। গত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় শতাধিক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে এত বিপুল সংখ্যক বোমার চাষ সকল মহলকে হতবাক করেছে।

... ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে গত ১৮ নভেম্বর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ওপর ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের বিদ্রোহী গ্রুপের হামলায় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটনসহ বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী আহত হয়। হামলার প্রতিবাদে, ভিসি ও প্রক্টরের পদত্যাগের দাবীতে ১৯ নভেম্বর থেকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট ডাকে। এছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শুরু থেকে ছাত্রলীগের ক্যাম্পাসে প্রবেশ ঠেকাতে ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ পথগুলোতে নিয়মিত পাহাড়ায় রেখেছে। এ নিয়ে দুই সংগঠনের মধ্যে বেশ কয়েকটি সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে। এছাড়া জামায়াত জোটের ছাত্র সংগঠন ছাত্রশিবিরের ওপর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও ছাত্রদল কয়েকবার হামলা করে বেশ কয়েকজন নেতাকর্মীকে আহত করেছে।

হরতাল, অবরোধ এবং ছাত্র ধর্মঘটের কারণে গত একবছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্ধারিত বন্ধ ছিল ৬৩ দিন। যার মধ্যে ছাত্রধর্মঘট ছিল ৪৫ দিনের মত। ফলে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রায় ৫ শতাধিক পরীক্ষা স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছে। যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে নজিরবিহীন। এছাড়া দেশের প্রায় সবক'টি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ধর্মঘট সত্ত্বেও অনার্স ১ম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষাসম্পন্ন করলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একের পর এক স্থগিত করেছে এসব পরীক্ষা। ফলে নবীন শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসে আসার সুযোগ পিছিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের ঘাড়ে চেপে বসেছে কয়েক মাসের সেশনজোটের খড়গ। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের দেউলিয়াত্ব আবারও প্রমাণিত হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সবচেয়ে আত্মঘাতি কাজটি করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৩তম সমাবর্তন স্থগিত করে। দেশের অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশ, ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ধর্মঘট চলাকালে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিয়ে কর্তৃপক্ষ সাহসের পরিচয় দিলেও দু'দিন আগে তা স্থগিত করে নিজেদের অদূর্দর্শিতার নজির স্থাপন করেছেন। সমাবর্তনের প্রায় সব ধরনের প্রস্তুতিসম্পন্ন করে হঠাৎ স্থগিত করে দেয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রায় ৩০ লক্ষাধিক টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ধর্মঘট এবং উত্তাল রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে ...

... সমাবর্তন করতে গিয়ে এ বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়কে। দেশের ছাত্র রাজনীতি স্বাভাবিক থাকলেও বছরের শেষের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতিতে বড় ধরনের চমক দেখা গেছে। বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতা গ্রহণের পর গত ৪টি নির্বাচনের আওয়ামী লীগ ও বামপন্থী নীল প্যানেল সংখ্যাগরিষ্টতা নিয়ে জিতলেও ২৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় সর্বশেষ নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত সাদা প্যানেল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্টতা অর্জন করেছে। নির্বাচনে সভাপতি, সহ-সভাপতি, ট্রেজারার ও যুগ্ম সম্পাদকসহ ৯টি গুরুত্বপূর্ণ পদে সাদা প্যানেল অন্যদিকে সাধারণ সম্পাদকসহ ৬টি পদে নীল-গোলাপী প্যানেল জয় পেয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গত এক বছরের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর মোঃ আখতারুজ্জামান বলেন, বিএনপি-জামায়াত জোটের ব্যর্থতার উত্তাপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও লেগেছিল। একটি নির্দিষ্ট অংশ সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করার ফলে প্রশাসনের সিংহভাগ বঞ্চিত হয়েছে। সরকারের শেষ বর্ষে তারা ফুঁসে উঠেছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় তার স্বাভাবিক গতি হারিয়েছে। এছাড়া সকলের মতামত উপেক্ষা করে ভিসি গায়ের জোরে সমাবর্তন করতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে সবচেয়ে ক্ষতির সম্মুখীন করেছে। এতে শিক্ষার্থীরাও হয়রানির শিকার হয়েছে। এছাড়া সরকার পন্থীদের দমননীতি ছিল বছর জুড়ে। এ সব সমস্যা সমাধানে প্রশাসনের সিদ্ধান্তহীনতা ও তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণে অদক্ষ প্রশাসনের প্রতিচ্ছবি দেখা গেছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নবনির্বাচিত সভাপতি ও কলা অনুষদের ডীন প্রফেসর সদরুল আমিন বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক গতি বজায় রাখতে আমরা চেষ্টা করেছি। কিন্তু কেউ যদি ইচ্ছা করে কোন কিছুর বিরোধিতা করে, তাহলে কি-বা করার থাকে। সমাবর্তন সম্পর্কে তিনি বলেন, সকলের মত নিয়ে সমাবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল কিন্তু প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে এসে এক শ্রেণীর শিক্ষকের বিরোধিতার কারণে তা স্থগিত করতে হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ বলেন, আমরা সব সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ...